

সোয়া কোটি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ শুরু

৥খায়রুলআনোয়ার॥

সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বই হাতে পায়

সেজন্মে এ বছর ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে বই বিতরণ শেষ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে সকল জেলায় বই পাঠানো শেষ হয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৯০ শিক্ষাবর্ষে প্রাক প্রাথমিক (শিশু) শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এক কোটি ২৪ লাখ ৭৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড এসব বই প্রকাশ করেছে। এবছর প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে বোর্ড চার কোটি ৫৬ লাখ ৩৫ হাজার বই ছেপেছে। (৩-এর পৃঃ দুঃ)

পাঠ্য বই বিতরণ শুরু (প্রথম পৃঃ পর)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে ৩২ লাখ ৬৩ হাজার সেট, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২৫ লাখ ৪০ হাজার, তৃতীয় শ্রেণীতে ২২ লাখ ৩০ হাজার, চতুর্থ শ্রেণীতে ১৮ লাখ ১০ হাজার এবং পঞ্চম শ্রেণীর জন্যে ১৪ লাখ ৬৩ হাজার সেট বই বিতরণ করা হবে। এ ছাড়া শিশু শ্রেণীর মোট ১১ লাখ ৬৮ হাজার ছাত্র ছাত্রীকেও বিনামূল্যে বই দেয়া হচ্ছে।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিনামূল্যে পাঠ্য বই সুষ্ঠুভাবে বিতরণ শেষ করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসনকে সভাপতি করে 'জেলা বই বিতরণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করার জন্যে উপজেলা চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে 'উপজেলা বই বিতরণ কমিটি' গঠিত হয়েছে। কোন উপজেলায় কত বই, প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবে জেলা কমিটি।

সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, একটি নীতিমালার ভিত্তিতে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, পল্লী এলাকার হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সমাজ সেবা সংস্থা কর্তৃক দুঃস্থ এবং সমাজের অবহেলিত শিশুদের জন্যে পরিচালিত বিভিন্ন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যের বই পাবে। কিন্ডারগার্টেনসহ বেসরকারী বৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পৌর এলাকার হাইস্কুল সংলগ্ন বৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই কর্মসূচীর বাইরে।

কোন ছাত্র বা ছাত্রীর বই নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে আবার বই দেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে টেকস্টবুক বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, বিনামূল্যের বই এক শিক্ষা বর্ষে একবারের বৈশী দেয়া হবে না, কারণ বই নষ্ট হলে সে বাজার থেকে 'মূল্যের বই' কিনতে পারবে। 'মূল্যের বই' বিক্রির জন্যে বোর্ড জেলা পর্যায়ে এজেন্ট নিয়োগ করেছে।